সংবাদ

তারিখ : 31 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

শরণখোলায় নিষিদ্ধ গাইড বইয়ের রমরমা ব্যবসা

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে নিষিদ্ধ গাইড বই ও নিম্নমানের ব্যাকরণ বইয়ের রমরমা ব্যাবসা। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও শিক্ষকরা লাভবান হলেও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। চলতি বছর উপজেলার প্রায় দেড় শতাধিক বিভিন্ন প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল সহ মাদ্রাসা ও কিন্ডার গার্টেনগুলোতে সিলেবাসবহির্ভূত নিম্নমানের ব্যাকরণ ও গাইড বই প্রশাসনের নাকের ডগায় দেদার বিকিনিকি চললে ও এর কোন প্রতিকার নেই। অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা বছরের শুরুতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানসহ পরিচালনা পরিষদের সভাপতিদের সাথে অলিখিত চুক্তিবদ্ধ হয়ে গাইড বইয়ের রমরমা ব্যাবসা অব্যাহত রেখেছে। মোটা অংকের উৎকোচ নিয়ে উপজেলা সদর রায়েন্দা বাজারের ইসলামিয়া, নুর ও হৃদয় লাইব্রেরির মালিকদের যোগসাজশে ব্যাকরণসহ নিষিদ্ধ গাইড বই পাঠ্য কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের তা ক্রয় করতে বাধ্য করে তুলছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। প্রাথমিকে ২য় শ্রেণী থেকে ৫ম, মাধ্যমিকে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী ও মদ্রাসাগুলোতে ২য় থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড বই বিক্রির প্রতিযোগিতায় অর্ধশত প্রকাশনা সংস্থা চলতি বছর উপজেলার সর্বত্র বই বিক্রির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে বলে বই বিক্রয় কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়। উপজেলা সদর আরকেডিএস বালিকা বিদ্যালয়, রায়েন্দা মডেল হাই স্কুল, আমড়াগাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রায়েন্দা রাজৈর আলীয়া মাদ্রাসা, ধান সাগর আলিম মাদ্রাসা, তাফালবাড়ী আলিম মাদ্রাসা, ২১নং রায়েন্দা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টিটি অ্যান্ড ডিসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অনেকে অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষকদের নির্দেশ মতো বই ক্রয় না করলে পরীক্ষায় ভালো ফল হয় না।

প্রকাশক বিক্রেতা স্কুল পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকরা লাভবান হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থী

তবে পরিচয় গোপন রাখার শর্তে, উপজেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষক বলেন, সরকারিভাবে সরবরাহকৃত গ্রামার ব্যাকরণ মান সম্মত নয়, এছাড়া বর্তমান সৃজনশীল শিক্ষা ব্যাবস্থা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অনেকেই সঠিকভাবে বুঝে উঠছে না। বিধায় শিক্ষার্থীদের উল্লেখিত ওই তিনটি লাইব্রেরি থেকে বইগুলো কিনতে বলা হয়। এতে বছরে ২/১টি লাইব্রেরির মালিকরা খুশি হয়ে বিদ্যালয়ে উন্নয়ন ফান্ডে কিছু অনুদান দিয়ে থাকেন। তবে লাখ লাখ টাকা ডোনেশন নেয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল হামিদ ভূইয়া জানান, নিষিদ্ধ গাইড-বই যাতে শিক্ষার্থীদের ক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ করা না হয় সে জন্য তাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া যে সকল লাইব্রেরির মালিকরা এ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই নির্বাহী কর্মকর্তার সহয়তায় অভিযান চালানো হবে।